গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৮
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।

নং-২১.০০.০০০০.৩০৯.১৪.০১৩.২০১৭-

তারিখ: ২৩-০৪-২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ।

বিষয়: "খাগড়াছড়ি জেলায় গুরুত্বপূর্ণ বাজারসহ পার্শ্ববর্তী জনবসতিতে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন"- শীর্ষক প্রকল্পের পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রেরণ।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ ও জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী অধিদপ্তর, খাগড়াছড়ি কর্তৃক বাস্তবায়িত "খাগড়াছড়ি জেলায় গুরুত্বপূর্ণ বাজারসহ পার্শ্ববর্তী জনবসতিতে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন"-শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়েছে। আইএমই বিভাগ কর্তৃক প্রণীত উক্ত প্রকল্পের পরিদর্শন প্রতিবেদন কপি সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসংগে প্রেরণ করা হলো।

২। পরিদর্শন প্রতিবেদনের উপর গৃহীত ব্যাবস্থা ১ (এক) মাসের মধ্যে এ বিভাগকে অবহিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তিঃ ০৫ (পাঁচ) পাতা

২৩-০৪-২০১৮

মো: মশিউর রহমান খান মিথুন
সহকারী পরিচালক
ফোন: ০১৭১৭২৫৮৯৯৬

সচিব
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপিঃ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

১। সদস্য, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
২। চেয়ারম্যান, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি।
৩। প্রকল্প পরিচালক, "খাগড়াছড়ি জেলায় গুরুত্বপূর্ণ বাজারসহ পার্শ্ববর্তী জনবসতিতে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন", জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী অধিদপ্তর, খাগড়াছড়ি।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপিঃ

১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শের-ই-বাংলা নগর,ঢাকা।
২। পরিচালক, সমন্বয় ও এমআইএস সেক্টর, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শের-ই-বাংলা নগর,ঢাকা।
৩। মহাপরিচালক (পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৮) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শের-ই-বাংলা নগর,ঢাকা।
৪। অফিস কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।

চলমান প্রকল্পের পরিদর্শন প্রতিবেদন

পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম: মো: মশিউর রহমান খান মিথুন **পদবী:** সহকারী পরিচালক **পরিদর্শন তারিখ:** ২৬/০২/২০১৮

১। **প্রকল্পের নাম:** খাগড়াছড়ি জেলায় গুরুত্বপূর্ণ বাজারসহ পার্শ্ববর্তী জনবসতিতে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন।

২। **(ক) উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/ বিভাগ:** পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

(খ) বাস্তবায়নকারী সংস্থা: খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ ও জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী অধিদপ্তর, খাগড়াছড়ি।

৩। **প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়):**

মোট	টাকা (জিওবি)	প্রকল্প সাহায্য
২৪৪৬.৭১	২৪৪৬.৭১	-

৪। **প্রকল্পের অর্থায়ন (ঋণ/অনুদান/ইকুইটি):** বাংলাদেশ সরকারের অনুদান।

৫। **বাস্তবায়নকাল:**

আরম্ভ	সমাপ্তি
জানুয়ারী, ২০১৬	জুন ২০১৮

৬। **প্রকল্প এলাকা:**

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
চট্টগ্রাম	খাগড়াছড়ি	খাগড়াছড়ি সদর, দীঘিনালা, পানছড়ি, মহালছড়ি, রামগড়,মাটিরাঙ্গা,গুইমারা, মানিকছড়ি ও লক্ষীছড়ি

৭। **প্রকল্প এলাকাভিত্তিক ডিপিপি'র সংস্থান:** অনুমোদিত ডিপিপি'তে খাগড়াছড়ি জেলার খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার জন্য ৩৬১.৫৩ লক্ষ টাকা, দীঘিনালা উপজেলার জন্য ৪১৪.২৯ লক্ষ টাকা, পানছড়ি উপজেলার জন্য ২২১.৩৭ লক্ষ টাকা, মহালছড়ি উপজেলার জন্য ১৫৪.৬১ লক্ষ টাকা, রামগড় উপজেলার জন্য ২৬১.২২ লক্ষ টাকা, মানিকছড়ি উপজেলার জন্য ৪০৭.৯১ লক্ষ টাকা, মাটিরাঙ্গা উপজেলার জন্য ১৮৭.৯৯ লক্ষ টাকা, গুইমারা উপজেলার জন্য ২১৩.৭২ লক্ষ টাকা এবং লক্ষীছড়ি উপজেলার জন্য ১৩৩.৯৬ লক্ষ টাকার সংস্থান রয়েছে।

৮। **<u>সাধারণ পর্যবেক্ষণ:</u>**

৮.১ **প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পটভূমি:** খাগড়াছড়ি জেলার পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের প্রয়োজনীয় সু-ব্যবস্থা না থাকায় এলাকার জনসাধারণ অন্যান্য উৎসের অনিরাপদ পানি ব্যবহার ও সনাতন পদ্ধতিতে মলমূত্র ত্যাগে অভ্যস্ত। খাগড়াছড়ি জেলার ভৌগলিক ও ভূ-প্রাকৃতিক কারণে এলাকার উন্নয়ন কার্যক্রম আশানুরূপ অবস্থায় পৌঁছাতে পারেনি। ভূ-প্রাকৃতিক কারণে খাগড়াছড়ির বহু স্থানে এখনও পানি সরবরাহের কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। পানি ও স্যানিটেশনের যথাযথ ব্যবস্থা না থাকার কারণে এলাকার জনসাধারণ বিভিন্ন রোগ-ব্যাধিতে প্রতিনিয়ত আক্রান্ত হচ্ছে। এমতাবস্থায়, খাগড়াছড়ি জেলার গুরুত্বপূর্ণ বাজারে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে ২৪৪৬.৭১ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারী, ২০১৬ থেকে জুন, ২০১৮ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

৮.২ **উদ্দেশ্য:**

- ঘন বসতি পূর্ণ এলাকায় নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন সেবা প্রদান;
- নিরাপদ পানি কভারেজ বৃদ্ধি;
- নিরাপদ পানি ব্যবহারের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন;

৮.৩ **প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম:** (ক) পাবলিক টয়লেটের সাথে পানি সংযোগ (খ) রক্ষণাবেক্ষণ ও ক্রিয়াকলাপের জন্য রেঁচং (রেঞ্জ), চেঁনটং (চেইন যুক্ত রেঞ্জ), পাইপ রেচং এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও উপকরণ (গ) পরীক্ষামূলক নলকূপ (৩৮ মিমি) (ঘ) উৎপাদকমূলক নলকূপ (১৫০মিমি × ১০০মিমি) ওভারহেড ট্যাংকসহ (ঙ) বৈদ্যুতিকরণসহ পাম্প হাউজ নির্মাণ (চ) সাবমারসিবল পাম্প (৩-এইচপি) (ছ) ইলেকট্রনিক লাইন সংযোগ (সিঙ্গেল ফেস) (জ) রাস্তা পুনঃ নির্মাণসহ পাইপ লাইন (ঝ) গৃহ সংযোগ এবং (ঞ) ডিএসপি নলকূপ স্থাপন।

৮.৪ **প্রকল্প অনুমোদন পর্যায়:** প্রকল্পটি ২৪৪৬.৭১ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে (সম্পূর্ণ জিওবি অর্থ) জানুয়ারী ২০১৬ হতে জুন ২০১৮ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

৮.৫ **প্রকল্পটির সামগ্রিক ক্রয় পরিকল্পনা (পণ্য/কার্য্য/সেবা) এবং বাস্তবায়ন সংক্রান্ত:** প্রকল্পটির আওতায় ৯টি প্যাকেজের মাধ্যমে 'কার্য' ক্রয় বাবদ ২৩৭০.৬০ লক্ষ টাকার মোট সংস্থান রয়েছে। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, খাগড়াছড়ি কর্তৃক ক্রয় কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

৯। **প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি:**

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অনুমোদিত অঙ্গের নাম	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		জুন/২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে জানুয়ারী'১৭ পর্যন্ত অগ্রগতি	
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১।	**(ক) রাজস্ব খাতঃ**								
	সরবরাহ ও সেবাঃ	২৮.৭০	থোক	১৭.০০	৫৯.২৩%	**১১.৭০**	**৪০.৭৬%**	৬.০০	৫১.২৮%
	উপ-মোট রাজস্বঃ	২৮.৭০	-	১৭.০০	-	**১১.৭০**	-	৬.০০	-
	(খ) মুলধন খাতঃ								
২।	**নির্মাণ ও পূর্তঃ**								
	(১) পাবলিক টয়লেটের সাথে পানি সংযোগ	১২২.৪০	১৬ টি	৬১.২০	৫০%	৬১.২০	৫০%	৩৮.৩০	৬২.৫০%
	(২) রক্ষণাবেক্ষণ ও ক্রিয়াকলাপের জন্য রেঁচং, চেঁনটং, পাইপ রেচং এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও উপকরণ	১৪.০০	৫৬ সেট	৭.০০	৫০%	৭.০০	৫০%	৫.২৫	৭৫%
	(৩) পরীক্ষামূলক নলকূপ	৫০.৪০	৫৬ টি	৫০.৪০	১০০%	-	-	-	-
	(৪) উৎপাদকমূলক নলকূপ (১৫০মিমি× ১০০মিমি) ওভারহেড ট্যাংকসহ	৪৯৮.৪০	৫৬ টি	৩৩৮.২০	৬৭.৮৫%	১৬০.২০	৩৫.৭১%	১৩১.২০	৭০%
	(৫) বৈদ্যুতিকরণসহ পাম্প হাউজ নির্মাণ	২৪৩.৬০	৫৬ টি	১৬৫.৩০	৬৭.৮৫%	৭৮.৩০	৩২.১৪%	৪৫.০০	৭৭.৭৭%
	(৬) সাবমারসিবল পাম্প (৩-এইচপি)	২৪০.৮০	৫৬ টি	১৬৩.৪০	৬৭.৮৫%	৭৭.৪০	৩২.১৪%	৩৯.৫০	৭২.২২%
	(৭) ইলেকট্রনিক লাইন সংযোগ (সিঙ্গেল ফেস)	৫৬.০০	৫৬ টি	৩৮.০০	৬৭.৮৫%	১৮.০০	৩২.১৪%	১০.০০	৭৭.৭৭%
	(৮) রাস্তা পুনঃ নির্মাণসহ পাইপ লাইন	৬৩০.০০	১০০ কিঃমিঃ	৪২৮.৪০	৬৮%	২০১.৬০	৩২%	১২৩.০০	৬৮.৭৫%
	(৯) গৃহ সংযোগ	৬০.০০	২০০০ টি	৩০.০০	৫০%	৩০.০০	৫০%	২৪.০০	৭০%
	(১০) ডিএসপি নলকূপ	৪৫৫.০০	৩৫০ টি	৩৮৭.৫০	৮৫.৪২%	৬৭.৫০	১৪.৫৭%	৫৬.০০	১০০%
	উপ-মোট মুলধনঃ	**২৩৭০.৬০**		**১৬৬৯.৪**		**৭০১.২০**	-	**৪৭২.২৫**	-
	(গ) প্রাইস কনটিনজেন্সী	২৩.৭১		-	-	২৩.৭১	-	-	-
	(ঘ) ফিজিক্যাল কনটিনজেন্সী	২৩.৭১		-	-	২৩.৭১	-	-	-
	সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ):	২৪৪৬.৭১	**১০০%**	**১৬৮৬.৪০ (৬৮.৯২%)**	**৬৯.৪৮%**	**৭৬০.৩২**	**৩১.৮৭%**	**৪৮০.০০**	**৬৭.৪০%**

তথ্য সূত্র: প্রকল্প কার্যালয়

১০। **অর্থবছর অনুযায়ী ডিপিপি'র সংস্থান, এডিপি বরাদ্দ ও ব্যয়:** ডিপিপি'র লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অগ্রগতি সংক্রান্ত চিত্র নিম্নে সারণীর মাধ্যমে দেখানো হলো:

(লক্ষ টাকায়)

ডিপিপি'র সংস্থান	আর্থিক সন	অনুমোদিত ডিপিপি/ আরডিপিপি'তে আর্থিক সংস্থান	এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দ	ছাড়কৃত অর্থের পরিমান	ব্যয়িত অর্থের পরিমান	অব্যয়িত অর্থ সমর্পন সংক্রান্ত
	২	৩	৪	৫	৬	৭
২৪৪৬.৭১	২০১৫-২০১৬	৩১১.৪০	৩১১.৪০	৩১১.৪০	৩১১.৪০	-
	২০১৬-২০১৭	১১৭৫.১০	১৩৭৫.০০	১৩৭৫.০০	১৩৭৫.০০	-
	২০১৭-২০১৮	৯৬০.২১	৭৬০.২১	৪৮০.০০	**৪৮০.০০** (জানুয়ারী'২০১৮ পর্যন্ত)	-
	মোট:	২৪৪৬.৭১	২৪৪৬.৬১	২১৬৬.৪০	২১৬৬.৪০	-

তথ্য সূত্র: প্রকল্প কার্যালয়

১১। **প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি:** অগ্রগতি প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, প্রকল্পের শুরু হতে জুন ২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ১৬৮৬.৪০ লক্ষ টাকা, যা মোট ব্যয়ের ৬৮.৯২ % এবং বাস্তব অগ্রগতি ৬৯.৪৮%। ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে চলতি প্রকল্প তালিকায় ৭৬০.২১ লক্ষ টাকা বরাদ্দসহ অন্তর্ভুক্ত থাকলেও অদ্যাবধি ৪৮০.০০ লক্ষ টাকা অর্থ ছাড় করা হয়েছে এবং জানুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত সম্পূর্ণ অর্থ ৪৮০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রকল্পটির শুরু হতে জানুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ২১৬৬.৪০ লক্ষ টাকা, যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৮৮.৫৪% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৯০.৯৬%। সার্বিকভাবে প্রকল্পটির আর্থিক অগ্রগতি সন্তোষজনক।

১২। **পরিদর্শন বর্ণনা:** গত ২৬/০২/২০১৮ তারিখে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ ও জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী অধিদপ্তর, খাগড়াছড়ি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "খাগড়াছড়ি জেলার গুরুত্বপূর্ণ বাজারসহ পার্শ্ববর্তী জনবসতিতে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পটির খাগড়াছড়ি জেলার খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার বটতলী বাজর, মহালছড়ি উপজেলার মাইসছড়ি ইউনিয়নের মাইসছড়ি বাজার ও গুইমারা উপজেলার সিন্দুকছড়ি ইউনিয়নের সিন্দুকছড়ি বাজারের কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে খাগড়াছড়ি জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী ও প্রকল্প বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীগণ উপস্থিত ছিলেন। প্রকল্পটির কার্যক্রম খাগড়াছড়ি জেলার খাগড়াছড়ি সদর, দীঘিনালা, পানছড়ি, মহালছড়ি, রামগড়, মাটিরাঙ্গা, গুইমারা, মানিকছড়ি ও লক্ষীছড়ি উপজেলায় বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির ক্রয় সংক্রান্ত অগ্রগতি এবং পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ নিম্নরূপ:

১২.১ **স্কিমের নাম:** খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বাজারসহ পার্শ্ববর্তী জনবসতিতে ওভারহেড ট্যাংকসহ উৎপাদকমূলক নলকূপ(১০০মিমি× ৫০মিমি) স্থাপন।(২০১৫-২০১৬)। উপজেলা: মহালছড়ি, বাজার: মাইসছড়ি বাজার, নং#১১ একক।

১২.৩ **ক্রয় সংগ্রহ প্রক্রিয়া:** দরপত্র সংক্রান্ত নথিপত্র পর্যালোচনান্তে জানা যায় যে, স্থানীয় 'দৈনিক অরণ্য বার্তা', 'দি ডেইলি ব্যানার', 'দৈনিক ভোরের আওয়াজ' পত্রিকায় দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। উক্ত কাজের অনুমোদিত প্রাক্কলিত মূল্য ১৪,১৫,৭৮১.৩৬ টাকা মাত্র। বিক্রিত সিডিউলের সংখ্যা ৩টি। প্রাপ্ত ৩টি দরপত্রের মধ্যে সবগুলো দরপত্র রেসপনসিভ বিবেচিত হয়। তুলনামূলক বিবরণী নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, মেসার্স হেমরঞ্জন চাকমা ১৪,১৫,৩১২.৮০ (চৌদ্দ লক্ষ পনের হাজার তিনশত বার টাকা আশি পয়সা) মাত্র দর উদ্ধৃত করে সর্বনিম্ন দরদাতা হয়েছেন। যা অনুমোদিত প্রাক্কলিত দর হতে ০.০৩% নিম্নদর। বর্তমান বাজার দর এবং কাজটি প্রত্যন্ত পাহাড়ী অঞ্চলে বাস্তবায়নের স্বার্থে সর্বনিম্ন দরদাতা মেসার্স হেমরঞ্জন চাকমাকে দরপত্র খানা গ্রহণের সুপারিশ করা হয়।

১২.৪ **বাস্তব কাজ অবলোকন:** প্রকল্পটির খাগড়াছড়ি জেলাধীন মহালছড়ি উপজেলার মাইসছড়ি ইউনিয়নের মাইসছড়ি বাজারের কার্যক্রমগুলো পরিদর্শনকালে দেখা যায়- পাম্প হাউজ এর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করে পাইপ লাইনের মাধ্যমে বাজার ও পার্শ্ববর্তী জনবসতিতে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা করা হলেও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য পাবলিক টয়লেট নির্মাণ কাজ অসম্পন্ন রয়েছে। এ সম্পর্ককে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার জানান পাবলিক টয়লেট নির্মাণ কারার জন্য বাজারে জায়গা নিয়ে জটিলতার রয়েছে। প্রকল্প পরিচালক জানান জায়গা নিয়ে জটিলতা অবসান হলে অতিদ্রুত পাবলিক টয়লেটের নির্মাণ কাজ শেষ করবেন। বাজারের অভ্যন্তরীন রাস্তার পার্শ্বে অবস্থিত পানি সংগ্রহের স্থানে পানি নিষ্কাশণের ব্যবস্থা না থাকায় রাস্তার উপর দিয়ে পানি প্রবাহের ফলে রাস্তাটির কার্পেটিং নষ্ট হচ্ছে। মাছ ব্যবসায়ী আমিন মিয়া জানান, পানি সরবরাহের কারনে তারা এর সুফল পাচ্ছেন। মাটিরাঙ্গা উপজেলার বলিটিলা এলাকায় একটি সাব-মারসিবল পাম্প স্থাপনের কাজ চলমান আছে। বলিটিলা ৭নং ওয়ার্ডের কমিশনার জনাব আবুল হাসান ভূইয়া জানান বলিটিলা এলাকার জনগণকে প্রায় চার কিঃমিঃ পাহাড়ী পথ অতিক্রম করে খাবার পানি সংগ্রহসহ অন্যান্য গৃহস্থলী কাজের জন্য দলিয়া খালের উপর নির্ভর করতে হয়। মাটিরাঙ্গা অফিসার্স কোয়াটারে একটি ডিএসপি নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে যেখানে বিভিন্ন দপ্তরের

অফিসারসহ এলাকাবাসী নিরাপদ পানি ব্যবহার করছেন।

পরিদর্শনের স্থির চিত্র:

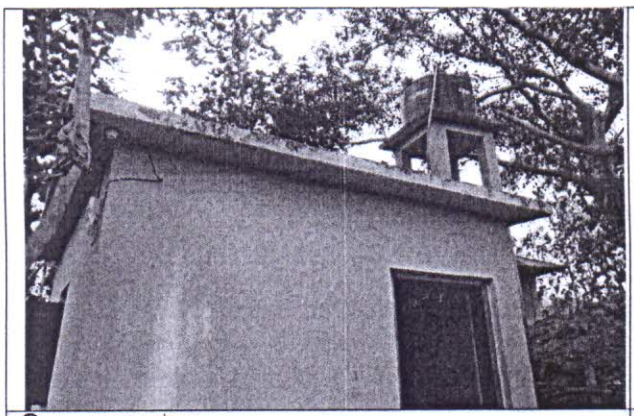

চিত্র-১: পাম্প হাউজ

চিত্র-২: সাব-মারসিবল পাম্প স্থাপনের একাংশ

চিত্র-৩: পাইপ লাইনের মাধ্যমে নিত্য প্রয়োজনীয় কাজের জন্য পানি সংগ্রহ

চিত্র-৪: ডিএসপি নলকূপ

১৩.০ পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ ও বাস্তবায়নে সমস্যা:

১৩.১ **প্যাকেজটির আওতায় বেশ কিছু কাজ অসম্পন্ন থাকা:** সাব-মারসিবল পাম্প স্থাপন করা হলেও এখনোও কোন কোন রাস্তা পুনঃ নির্মাণসহ পাইপ লাইন স্থাপনের কাজ সম্পন্ন করা হয়নি, স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য পাবলিক টয়লেট নির্মাণ কাজ অসম্পন্ন রয়েছে;

১৩.২ **পানি প্রবাহের দ্বারা রাস্তা নষ্ট হওয়া:** মাইসছড়ি ইউনিয়নের মাইসছড়ি বাজারে কয়েকটি পানি সংগ্রহের স্থান বাজারের ভিতরের বিভিন্ন রাস্তার পার্শ্ববর্তী হওয়ায় পানির প্রবাহ দ্বারা রাস্তার কিছু অংশ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এছাড়াও রাস্তার অন্য অংশে ঢালু জায়গায় অবস্থিত দোকানের সামনে পানি জমে নোংরা পরিবেশ সৃষ্টি করছে;

১৩.৩ **প্রকল্প শেষ হলে কি নীতিমালায় এবং কি মূল্যে সুবিধাভোগীগণ নির্মিত অবকাঠামো থেকে সেবা পাবে তা এখনও স্পষ্ট নয়। একইসাথে কমিউনিটি কমিটি কিভাবে গঠিত হবে এবং কার্যকর হবে সেটিও পরিদর্শনকালে বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তাগণ স্পষ্ট করতে পারেন নি;**

১৩.৪ **প্রকল্পে বিদ্যুতের পরিবর্তে সোলারের মাধ্যমে পাম্পটি পরিচালনা করা হলে এটি অধিক সাশ্রয়ী হতো বলে মনে হয়;**

১৩.৫ **মাসিক ও ত্রৈমাসিক অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রেরণ না করাঃ বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্য আইএমইডি'র ছক-০৫ ও ছক-০৩ অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে আইএমইডি'তে নিয়মিত ভাবে প্রেরণ করা হয় না। ফলে বিভিন্ন সময়ে জাতীয়**

সংসদ, একনেকসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দফতরের চাহিদামত তথ্য সরবরাহে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়।

১৪। **সুপারিশ:**

১৪.১ পরিদর্শিত প্যাকেজটির আওতায় কিছু কাজ অসম্পন্ন রয়েছে যেমন- সাব-মারসিবল পাম্প স্থাপন করা হলেও এখনোও রাস্তা পুনঃ নির্মাণসহ পাইপ লাইন স্থাপনের কাজ সম্পন্ন করা, স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য পাবলিক টয়লেট নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়নি। এসকল কাজ চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার জন্য বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষকে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে, যাতে উপকারভোগী জনসাধারণ সঠিক সময়ে প্রকল্পের সুফল ভোগ করতে পারে;

১৪.২ বাজারের ভেতরের বিভিন্ন স্থানের পানি সংগ্রহের স্থান হতে পানির প্রবাহ দ্বারা যাতে রাস্তা নষ্ট হয়ে না যায় সেজন্য রাস্তার পাশদিয়ে পানি প্রবাহের জন্য ছোট ছোট নালা নির্মাণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা সমীচীন হবে;

১৪.৩ প্রকল্প শেষ হলে কি নীতিমালায় এবং কি মূল্যে সুবিধাভোগীগণ নির্মিত অবকাঠামো থেকে সেবা পাবে তা এখনও স্পষ্ট নয়। একইসাথে কমিউনিটি কমিটি কিভাবে গঠিত হবে এবং কার্যকর হবে সেটিও পরিদর্শনকালে বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তাগণ স্পষ্ট করতে পারেন নি। প্রকল্প শেষ হওয়ার আগেই এ ধরণের নীতিমালাসমূহ প্রণয়নসহ যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন করতে হবে;

১৪.৪ ভবিষ্যতে এ ধরণের প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে বিদ্যুতের পরিবর্তে সোলারের মাধ্যমে পাম্পটি পরিচালনার বিষয়টি বিবেচনায় আনতে হবে;

১৪.৫ অনুমোদিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের সমুদয় কাজ সম্পন্ন করতে এবং প্রকল্পের সুফল নিশ্চিত করার জন্য একটি পরিপূর্ণ Exit Plan প্রণয়নে এখন হতে সচেষ্ট হতে হবে এবং Exit Plan এর কপি আইএমইডিকে সরবরাহ করতে হবে; এবং

১৪.৬ প্রকল্পটি অগ্রগতি সংক্রান্ত আইএমইডি-০৫ এবং ০৩ ফরমেট অনুযায়ী তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

২৩-০৪-২০১৬

(মো: মশিউর রহমান খান মিথুন)
সহকারী পরিচালক